R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd No. WB/MSD-05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং 03483/264271
M 9434637510

পাওয়ার (সুপার পেট্রল) পেট্রল, টারবোজেট (সুপার ডিজেল) ও ডিজেল-এর জন্য
অমর সার্ভিস ষ্টেশন
(Club H. P. Pump)
ওসমানপুর, ফোন 264694

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৪শ বর্ষ ৩৪শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৭ই পৌষ, বুধবার, ১৪১৪ সাল। ২রা জানুয়ারী ২০০৮ সাল। | নগদ মূল্য ঃ ১ টাকা বার্ষিক ঃ ৫০ টাকা

১১২ জনের জাল সার্টিফিকেট বাতিল
১০ জনের মধ্যে এখন পর্যন্ত ১ জন গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ অবশেষে জাল তফাসিলি জাতির সার্টিফকেট নিয়ে চাকরীর অভিযোগে খোয়া গেল দশজনের চাকরী। এর মধ্যে ন' জন প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক এবং একজন বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মী। কনফেডারেশন অফ এস. সি/এস. টি/ওবিসি অফ ওয়েষ্ট বেঙ্গল এর সম্পাদক অজিতকুমার হালদার আমাদের সংবাদদাতাকে জানান, ২০০০ সালে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক দপ্তরের এস. সি/এস টি ইন্সপেক্টর সুজিত দাস বহু টাকার বিনিময়ে মাহিষ্য জাতির ছেলেদের "পোদ" জাতির (এস. সি) শংসাপত্র পাইয়ে দেন। সেই ভুয়া নামের তালিকা জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসককে দেওয়া হয়। তদানীন্তন মহকুমা শাসক বিমলকান্তি দাস সব কিছু প্রমাণ পেয়েও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে রহস্যজনকভাবে কোন ব্যবস্থা নেননি। বর্তমান মহকুমা শাসক পি. মোহন-দাস করমচাঁদ গান্ধীর সঙ্গে সংগঠনের এক প্রতিনিধি দল সাক্ষাত করে সমস্ত ঘটনা তাঁর নজরে আনেন। তার প্রেক্ষিতে মহকুমা শাসক সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখেন। তাতে প্রমাণ হয় অভিযুক্তরা প্রত্যেকে সুতী ও সমসেরগঞ্জ থানার বাসিন্দা হয়েও জঙ্গিপুর পৌরসভার ছোটকালিয়ার বাসিন্দা পরিচয় দিয়ে আবেদনপত্র জমা দেন এবং জঙ্গিপুর পুরসভার দেয়া সার্টিফকেট ব্যবহার করেন। যেমন (১) আলোরাম দাস পিতা দ্বিজেন্দ্রনাথ দাস, গ্রাম+পোঃ কাশিমনগর, সুতী (২) চাঁদবদন দাস, (শেষ পৃষ্ঠায়)

মিঞাপুর ওভার ব্রীজের শিলান্যাস অনুষ্ঠান পিছিয়ে গেল

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৯ ডিসেম্বর জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশন লাগোয়া মিঞাপুরে ওভার ব্রীজের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে জঙ্গিপুরের সাংসদ প্রণব মুখার্জীর আসার কথা ছিল। হঠাৎ পাকিস্থানের নাশকতামূলক ঘটনায় প্রণববাবুর সব প্রোগ্রাম বাতিল করে দেয়া হয়। বিদেশ মন্ত্রীর স্পেশাল ডিউটি অফিসার প্রদীপ গুপ্তা ও রেল দপ্তরের মালদা ডিভিশন থেকে এই খবর জানিয়ে দেয়া হয়। শলান্যাস অনুষ্ঠানের জন্য অধীরপন্থী কংগ্রেসের রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লক সভাপতি মুক্তিপ্রসাদ ধরকে ১০০ খানা ও কংগ্রেসের অপর গোষ্ঠী জঙ্গিপুর মহকুমা উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক মহঃ আখরুজ্জামানকে ১০০ খানা নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছিল। কিছু কার্ড বিলিও হয়ে যায় বলে মুক্তি জানান। আগামী ৫-৬ জানুয়ারী শিলান্যাসের মতো বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে প্রণব মুখার্জী আসছেন বলে আখরুজ্জামান জানান।

সাগরদীঘি থারমালে সিনক্রোনাইজড

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘি থারমাল পাওয়ার প্রোজেক্টে গত ২১ ডিসেম্বর পরীক্ষামূলকভাবে বয়লার চালু (সিনক্রো-নাইজড) করা হয়। ২০০৮ এর ফেব্রুয়ারী থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ-এর বাণিজ্যিক লেনদেন শুরু হবে বলে খবর।

ছিঁচকে চোরের উপদ্রব, মদের ঠেক, জুয়োর আড্ডা বাড়ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর এলাকায় বিশেষ করে লোডসেডিং-এর সুযোগ নিয়ে ছিঁচকে চোরের উপদ্রব বাড়ছে। তার সঙ্গে দিন দুপুরে চারিদিকে মদের ছড়াছড়ি, লোটোর রমরমার সঙ্গে বাগানে বা ময়দানে প্রকাশ্যে জুয়োর আড্ডা চলছে। এই সব জটলার চারপাশে (শেষ পৃষ্ঠায়)

সাগরদীঘি থারমালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত বছরের মতো এবারও গত ২৭, ২৮, ২৯ ডিসেম্বর সাগরদীঘি থারমাল প্ল্যান্ট চত্বরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল। প্রথম দিন প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট করপো-রেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুহৃদ মহাপাত্র। অনুষ্ঠানে (শেষ পৃষ্ঠায়ঃ)

স্বর্ণচরী, বালুচরী, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন ঃ ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪, ৯৩৩২৫৬৯১৯১

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই পৌষ, বুধবার, ১৪১৪ সাল।

॥ স্বাগত নববর্ষ ॥

একত্রিশ ডিসেম্বরের মধ্য রাত্রির শেষ ঘন্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে গির্জায় গির্জায় ঘন্টাবাদ্য নিনাদিত হইয়া নববর্ষের আগমনকে স্বাগত জানান হইল। ইংরাজী নববর্ষ যদিও এই দেশে বিদেশী, তথাপি তাহার সঙ্গে সম্পর্ক আমাদের দীর্ঘদিনের। দেশীয় নূতন বর্ষের তুলনায় বরং ইংরাজী নববর্ষের সহিত আমাদের জীবনযাত্রা অধিকতর জড়িত। শিক্ষা, আর্থিক, বাণিজ্যিক, এমন কি সমাজের অভিজাত-স্তরের সাংস্কৃতিক সংযোগও দেশীয় অপেক্ষা বিদেশীয় নববর্ষের সাহত আমাদের বেশী। সেই কারণেই ইংরাজী নববর্ষকে স্বাগত জানাইতে ঘরে ঘরে উৎসবের আনন্দ জাগিয়া উঠিয়াছে। এই বর্ষাগমনকে আহ্বান করিতে যাইয়া আমরা বিগত বৎসরের ঘটনাবলী স্মরণ করি। বিগত বর্ষ আমাদেরকে যেমন দিয়াছে ভাল অনেক কিছুই, তেমনই দুঃখ দুর্দশার আঘাতও হানিয়াছে। বিগত বৎসরের আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা-গুলির মধ্যে রহিয়াছে—পাকিস্থানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বেনেজির ভুট্টোর আততায়ীদের হাতে প্রাণনাশ। পূর্ব মেদিনীপুরের সিন্দুর ও নন্দীগ্রামে শিল্পের প্রয়োজনে জমি অধিগ্রহণ লইয়া গন্ডগোলে বহু গ্রামবাসী ঘর ছাড়া হইয়াছে, পুলিশের গুলিতে বহু প্রাণ চলিয়া গিয়াছে। সোমেন আর অধীরের সংঘাতে মুর্শিদাবাদে কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত। মালদা-হাওড়া প্যাসেঞ্জার বড় দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা পাইল। ধুলিয়ান পৌরসভায় স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগের পরীক্ষায় কাউন্সিলারদের স্ত্রী ও আত্মীয়রা প্রার্থী। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে গোষ্ঠী কোন্দল রুখতে কর্মী সম্মেলন। বি এল আর ও এবং থানার কারসাজিতে প্রায় কোটি টাকার বাগান সাফ। ছাত্রদের কথা উপেক্ষা করিয়া দুই মাসের ছুটি মঞ্জুর। নির্মল গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বীকৃতি পাইল জোতকমল এবং সম্মতিনগর। সাগরদীঘি থারমাল চত্বরের চুরি বন্ধে পুলিশ প্রশাসন ব্যর্থ। ডাক্তার রাউন্ড দেন মদ্যপ অবস্থায় প্রতিবাদে এস, ডি, এম, ও ঘেরাও। জনশতাব্দী ট্রেন উঠিয়া গেল, স্থান পাইল ইন্টারসিটি। মিঞাপুর রেল ক্রসিং-এ ওভার ব্রীজের শিলান্যাস। বিগত বৎসরের এই সব কথা স্মরণ করিয়া আমরা নূতন বৎসরকে আহ্বান করিয়া প্রার্থনা করি—আমাদের ভাগ্য তোমার শুভ করস্পর্শে উজ্জ্বল হইয়া উঠুক। দূর হউক দুর্ভাগ্যের অন্ধকার। আসুক রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। দূর হউক এই দেশ হইতে ধর্মান্ধতার কালিমা। জাতপাত বর্ণ সম্বন্ধীয় দুষ্টচক্র। মানুষের মনে জাগ্রত হউক শুভবোধ। প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা। আমরা যেন উদ্বুদ্ধ হইতে পারি সেই পরম পবিত্র চিন্তাধারায়—

'সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে মোরা পরের তরে।'

প্রত্যাশা

শ্রীমুক্তা ঘোষাল

বিদায়ী ২০০৭ সালের শেষ দিনের সূর্য্য সিঁদুর ঢেলে অস্তাচলে যাবার পর নববর্ষের প্রথম প্রভাতে প্রতিদিনের মত সূর্যকিরণে স্নাত হবে আবার এই ভারতের আকাশ, জলাশয়, স্থলভূমি। আমরা সহস্রকোটি ভারতবাসীর সিংহভাগই পরমপিতার কাছে করজোড়ে প্রার্থনা জানাবো "তুমি সব শ্রেণীর মানুষের জন্য বয়ে আনো মঙ্গলবার্তা। দরিদ্রের কুটীরে, দিন আনা দিন খাওয়া মানুষদের জন্য নিয়ে এসো নববার্তা। নতুন বছরের নতুন আলোর পবিত্র কিরণছটায় উদ্দীপিত হোক এই বাঙলার মাটী। তুমি যেন নতুন করে সৃষ্টি করনা আর দ্বিতীয় সিঙ্গুর বা নন্দীগ্রামের মত ন্যক্কারজনক রক্তাক্ত ইতিহাস। নিরীহ অনাশ্রিত নরনারীর কান্নার রোল যেন আর শুনতে না হয় তোমার আগমনে। হানাহানি, বিদ্বেষ, উগ্রপন্থীর রুটিনমাফিক অন্তর্ঘাতি-মূলক কার্য্যকলাপ, আর এখানে ওখানে প্রতিনিয়ত শুধু বিস্ফোরণের ভয়ংকর নিনাদ যেন স্তব্দ হয় তোমার আগমনী গানে। ব্রিটীশের লাল চক্ষুকে উপেক্ষা করে সেদিন ভারতের স্বাধীনতা আদায়ে বহু তরতাজা প্রাণ জাতীয় মহানমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। আজ অন্যায়ের প্রতিবাদ করে রুখে দাঁড়ানোর মত সাহস জোগাও হে নববর্ষ। আমরা যেন তোমার নতুন বছরের আশীর্বাদলোকে অবগাহন করতে পারি।

আমার স্থির বিশ্বাস, এতদিনের গ্লানি, আবর্জনা, কান্না, বিষাদ, এতদিনের সমাজের পুতিগন্ধময় পরিবেশ তোমার শুভ আগমনে ধুয়ে মুছে যাবে এবং "ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লভে"। নতুবা জাতীয় সংকটের তথা সর্বগ্রাসী লেলিহান শিখায় ভারতের মত বিশাল দেশের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা দায় হয়ে পড়বে। আজকের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি এবং সমীক্ষা তাহাই প্রমাণ করছে।

॥ ভিন্ন চোখে ॥

'অন্ধকারের হিম কুণ্ঠিত জরায়ু ছিঁড়ে'
শীতের ভোর হচ্ছে। চারিদিকে জড়তাগ্রস্ত শীতের ধূসর বার্ধক্য। বিবর্ণ কানন-বীথির মধ্যে এক সীমাহীন রিক্ততা। ডালপালা অসহায়। মাঠে ধান কাটা হয়ে গেছে। সেখানে এক সীমাহীন শূন্যতা। শীতের সূর্য এখনও ওঠেনি।

রাস্তার ধারে এক দঙ্গল ছেলে শীতে কাঁপছিল। গায়ে স্বল্প শীতের বস্ত্র। এরা অপেক্ষা করে আছে সূর্যের জন্য। চোখ আকাশের দিকে। হয়তো বলতে চাইছে ঃ

'হে সূর্য তুমি তো জানো,
আমাদের গরম কাপড়ের কত অভাব!
সারারাত খড় কুটো জ্বালিয়ে,
এক টুকরো কাপড়ে কান ঢেকে,
কত কষ্টে আমরা শীত কাটাই!'

তাই এদের কাছে 'সকালের এক টুকরো রোদ্দুর 'এক টুকরো সোনার চেয়েও মনে হয় দামী।' তাই এরা ঘর ছেড়ে বাইরে আসে। আসে রাস্তায় 'এক টুকরো রোদ্দুরের তৃষ্ণায়।' এদের স্যাঁতসেতে ভিজে ঘরে উত্তাপ আর আলোর অভাব।

শীত এসেছে। সঙ্গে তার উপহারের ডালি। বহিরঙ্গে শূন্যতা থাকলেও অন্তরে সে রিক্ত নয়। দোপাটি অতসী গাঁদায় ভরিয়ে দেয় সে ফুলের ডালি। শীতের মরশুমে বাজারে শাক-সব্জির প্রাচুর্য। খেজুর গাছে রসের হাঁড়ি। সেগুলি চলে যাবে গ্রাম থেকে গঞ্জে। শীতের উৎসবে মেতে উঠেছে মহানগরী। বিভিন্ন ময়দানে ক্রিকেট ভলিবলের আসর। আর রাস্তার পার্কে বা কোন গ্রামের মাঠে একদল ক্ষুদে শচীনরা ব্যস্ত তাদের খেলা নিয়ে। এর সঙ্গে তো বনভোজনের আনন্দ আছেই। মেতে উঠেছে সকলে শীতের মরশুমে। তবে শীতকাল সকলের কাছে আনন্দবহ নয়। মনে পড়ে যায় মধ্যযুগের চন্ডীমঙ্গলের ফুল্লরার কথা।

'পৌষে প্রবল শীত, সুখী জগজনে।
তৈল তুলা তনুনপাত তাম্বুল তপনে॥'

সত্যিই তাই। সঙ্গতিপন্ন লোকেদের কাছে পৌষ মাস সুখদায়ক। এ সময় তারা সুখে কালাতিপাত করে কিন্তু (৩য় পৃষ্ঠায়)

নাট্য উৎসব ও তরুণ প্রজন্ম

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্রভবনে গত ২০—২৫ ডিসেম্বর পাঁচ দিনের নাট্য উৎসব প্রতি বছরের মতো এবছরও হয়ে গেল নাট্যম্ বলাকার ব্যবস্থাপনায়। প্রথম দিনের নাটক "পান্তাবুড়ি"। তরুণ চৌবের অসাধারণ পরিচালনা। রঘুনাথগঞ্জবাসীর তরুণ প্রজন্মকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারা যায় না। শিশু শিল্পীদের নির্ভীক অভিনয় বিস্মিত করেছে দর্শককুলকে। এছাড়া অন্য চারটি নাটকের মধ্যে হিন্দীবলয়ের কলাকুশলীদের অভিনয় দেখবার মতো। যদিও ভাষাগত কারণে দর্শকদের মধ্যে অনেকটাই অসুবিধা হয়েছে। নাটকের মধ্যে নাটক "রমণীমোহন"। এক অসাধারণ জীবনবোধের নাটক। জীবন ও জীবিকার সংঘাতপূর্ণ দৃষ্টিতে শিল্পীর জীবন ও পরিবার এবং তাঁদেরই সুখ-দুঃখের কথা "রমণীমোহন"। নারী চরিত্রে অভিনয় করা দীর্ঘদিনের খ্যাতনামা এক শিল্পীকে সমাজ জীবনে কিভাবে লাঞ্ছনা ও কটুক্তির পাত্র হতে হয়েছিল তারই প্রকাশ। নাটক কি ? এটা জানা প্রয়োজন, নচেৎ শিল্পী ও শিল্পকে সম্মান করা যাবে না বা মূল্যবোধের আঙ্গিকে এর রস আস্বাদন করা যাবে না। বিখ্যাত নাট্যকার রমাপ্রসাদ বণিকের ভাষায় নাটক হলো জীবনে যা ঘটে তাই যখন পুনর্বার মঞ্চে করে দেখানো হয়। শীতের সকালে তরকারি বিক্রেতা শিশু চাদরের অভাবে ঠান্ডায় কিভাবে কাঁপছে আর চা দিয়ে পাউরুটি খাচ্ছে। এটাই যখন মঞ্চে সঠিকভাবে করা যাবে তখনই তা নাটক। ভাল দেখার চোখ ব্যতীত ভাল শিল্পী হওয়া যাবে না। বাইরে থেকে ভিতর দেখার চোখ না থাকলে নাট্যকার হওয়া যায় না। একইভাবে ভাল দর্শক ও ভাল নাট্য সমালোচক হতে গেলেও চাই ভাল চোখ ও বোধের দৃষ্টি।

দীপ—২০০৭

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর মহাবীর সংঘ গত ৩ ডিসেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর ২০০৭ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে উদ্‌যাপন করলো তাদের ২৮ তম বর্ষ পূর্তি উৎসব দীপ-২০০৭। মশাল দৌড়, ম্যারাথন দৌড়ের সঙ্গে ছিল অংকন, আবৃত্তি, শঙ্খধ্বনি বা বুগিবুগি ড্যান্সের মতো চিত্তাকর্ষক প্রতিযোগিতা। ১৬ ডিসেম্বর শেষ দিনে বহরমপুর, কাঁচরাপাড়া, বেলডাঙ্গা, লালগোলা এবং সংস্থার প্রতিযোগীদের নিয়ে আন্তরাজ্য শিশুদের রোড মার্চ, ড্রীল ও বেষ্ট কমান্ডার প্রতিযোগিতার সাথে সন্ধ্যের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সকলের মন জয় করে নিয়েছিল। রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের বি. ডি. ও অনির্বাণ কোলে পতাকা উত্তোলনের মধ্যে সূচনা করেছিলেন এই অনুষ্ঠান।

মনিগ্রাম চার্চে বড়দিনের উৎসব

নিজস্ব সংবাদাতা ঃ সাগরদীঘির মনিগ্রাম ক্যাথলিক চার্চে ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন উপলক্ষে দুপুর থেকে রাত্রি পর্যন্ত মানুষের ঢল দেখা যায়। ট্রেনে-বাসে বিভিন্ন যানবাহনে মানুষ আসেন আনন্দ উপভোগ করতে। ২৪ ডিসেম্বর রাতে প্রভু যীশুর জন্ম-মন্ডপের সামনে খ্রীষ্ট ভক্তরা প্রার্থনা সভায় উপস্থিত হন। চার্চের ফাদার উপস্থিত মানুষদের শুভ কামনা জানান। এখানে কয়েকদিন ধরে সাংস্কৃতিক মেলাও চলে।

ভিন্ন চোখে (২য় পৃষ্ঠায় পর)

দরিদ্র লোকের পক্ষে শীত মৃত্যুর মত যন্ত্রণাদায়ক। শীত নিবারণের উপযুক্ত বস্ত্রও এরা সংগ্রহ করতে পারে না। তাই মধ্যযুগের ধূলিধূসরিত দুঃখ-বেদনা পীড়িত সমাজ জীবনের সঙ্গে বর্তমান বাংলাদেশের সমাজের নিম্নস্তরের অবহেলিত জনজীবনের কোন ফারাকবোধ হয় আমরা খুঁজে পায় না।

—মণি সেন

জঙ্গিপুর রেগুলেটেড মার্কেটের কৃষি বিপণন সপ্তাহ

জীবন সরকার ঃ ধুলিয়ান পৌরসভায় কৃষি বিপণন দপ্তরের উদ্যোগে গত ১৭ ডিসেম্বর থেকে ২৩ ডিসেম্বর কৃষি বিপণন সপ্তাহ পালন করার প্রেক্ষিতে গত ১৯ ডিসেম্বর এক সভা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা ইউসুফ হোসেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে ধুলিয়ান পৌরসভার চেয়ার পার্সন চেনবানু খাতুন বলেন, আজকের জঙ্গিপুর রেগুলেটেড মার্কেট কমিটি জন্মলগ্নে ধুলিয়ান রেগুলেটেড মার্কেট নামে পরিচিত ছিল। ধুলিয়ানবাসী এই প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখে। কিন্তু বাস্তবে তা পূরণ হয়নি। আর, এস, পির সামসেরগঞ্জ ব্লক সম্পাদক রৌশান আলি বলেন—আর, এম, সি মূলতঃ কৃষকদের জন্য হলেও বাস্তবে তা হচ্ছে না। যাতে কৃষকদের স্বার্থে কাজ হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। শস্য বীমা ও কৃষকদের ঋণ যাতে অল্প সুদে দেওয়া হয় তা দেখতে হবে। সর্বোপরি কৃষকরা উৎপাদিত শষ্যের যাতে ন্যায্য দাম পান তার ব্যবস্থা করতে হবে। কৃষি বিপণনের সচীব দিব্যজ্যোতি সরকার জানান, ধুলিয়ানের মানুষের দাবীগুলি ন্যায্য। সেসব দাবী পূরণের চেষ্টা করব। তিনি বেশী গুরুত্ব দেন কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্যে ও কৃষিপণ্যের উন্নত বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে। ধুলিয়ানের ব্যবসায়ীরা এলাকায় কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে উঠলে ব্যবসার উন্নতি হবে বলে জানান।

বিক্ষোভ অবস্থান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন, ধুলিয়ান জোনাল কমিটি গত ২৮ ডিসেম্বর এক বিক্ষোভ অবস্থানে সামিল হয়েছিল স্থানীয় ডাক বাংলোর মোড়ে। মূলতঃ ৩৪ নং জাতীয় সড়ক মেরামত ও সম্প্রসারণের দাবীতে সারা রাজ্যের সাথে একদিনের এই প্রতীকি অবস্থান পালিত হয়। অন্যান্য দাবীর মধ্যে ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধের কাজ দ্রুত শেষ করা, ফরাক্কা থেকে কাটোয়া পর্যন্ত ডবল লাইনের ব্যবস্থা এবং বৈদ্যুতিকী করণ প্রভৃতি।

মানবদেহে আয়োডিনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সেমিনার

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক, মুর্শিদাবাদ এর উদ্যোগে এবং মুর্শিদাবাদ ডিপ্রেসড ক্লাসেস লীগের সহযোগিতায় গত ৯ ডিসেম্বর রঘুনাথগঞ্জ অগ্নিফৌজ ক্লাব চত্বরে মানবদেহে আয়োডিনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক এক জন সচেতনামূলক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। আয়োডিনের অভাবে কত রকমের রোগ হতে পারে এবং এর প্রতিকার কি সে বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ফিল্ড পাবলিসিটি অফিসার কে. চন্দ্রশেখরণ, স্বাস্থ্যকর্মী বিজয় মুখার্জী প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন ডিপ্রেসড লীগের সভাপতি কাশীনাথ ভকত।

এই ধরনের ঘটনা বিরল

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘির মোরগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিচালন সমিতির নির্বাচন গত ১৯ ডিসেম্বর শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়। বিদ্যালয়ের উন্নয়নের স্বার্থে সিপিএম ও কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছটি আসন সমানভাবে উভয়ের মধ্যে দখল করা হয়। কর্মকর্তা নির্বাচনেও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সিপিএম দলের সম্পাদক ও কংগ্রেস থেকে সভাপতি মনোনীত হন। সমস্ত প্রক্রিয়া নির্বাচন বিধি মেনেই করা হয়েছে বলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহদেব চক্রবর্তী জানান। এই ধরনের ঘটনা এলাকায় বিরল।

জনপ্রিয় ফুটবল খেলোয়াড়ের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জের এক সময়ের জনপ্রিয় ফুটবল খেলোয়াড় তথা স্কুল শিক্ষক সুশান্ত পান্ডে (বাচ্চু) গত ১ জানুয়ারী '০৮ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সুশান্তবাবু ওরফে বাচ্চু স্থানীয় অগ্নিফৌজ ক্লাব ছাড়াও অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৫৯। তাঁর অকাল প্রয়াণে শহরে শোকের ছায়া নেমে আসে।

১ জন গ্রেফতার (১ম পৃষ্ঠার পর)

পিতা বিজয়ভুষণ দাস, গ্রাম জমা, সুতী, (৩) বিকাশকুমার দাস, পিতা চমৎকার দাস, গ্রাম সের্বেশ্বরপুর, সুতী, (৪) বিকাশচন্দ্র দাস, পিতা হরেরাম দাস, গ্রাম জালাদিপুর, থানা সামসেরগঞ্জ। এরা প্রত্যেকেই প্রাইমারী শিক্ষক। যাবতীয় প্রমাণাদির ভিত্তিতে মহকুমা শাসক এদের সার্টিফিকেট বাতিল করে দেন। অন্যদিকে হরেন্দ্রচন্দ্র দাস, পিতা উপেন্দ্রচন্দ্র দাস S/৪৬ ইন্দ্রনগর প্রাইমারী স্কুল শিক্ষক, বাড়ী—ইন্দ্রনগর কলোনী, পোঃ দফাহাট, সুতী। তিনি জাতে তাঁতি হয়েও "হাঁড়ি" জাতির সার্টিফিকেট নেন। তার শংসাপত্রও মহকুমা শাসক বাতিল করে দেন। এছাড়া বীরভুমের পাঁচজন মুসলিমকে গোফুরপুর গ্রামের বাসিন্দা দেখিয়ে ও. বি. সি সার্টিফিকেট পাইয়ে দিয়েছেন এস সি, এস টি ইন্সপেক্টর সুজিত দাস। তাদের আসল পরিচয় ১) গানজেরা খাতুন, পিতা মোজাম্মেল হক, গ্রাম উদয়নগর, পোঃ হরিদাসপুর, বীরভুম। ২) হাসনেরা বেগম, পিতা সায়েদ আলি মন্ডল, গ্রাম চিতি, পোঃ ভাদিসতা, বীরভুম। ৩) কাজী নজরুল ইসলাম, পিতা কাজি আবদুস সায়েদ, গ্রাম+পোঃ কুশমোড়, বীরভুম। ৪) আলাউদ্দিন সেখ পিতা মনসুর আলি, গ্রাম গোপালপুর, পোঃ নলহাটী, জেলা বীরভুম। ৫) মহঃ এব্রাহিম সেখ, পিতা মনসুর আলি, গ্রাম গোপালপুর, বীরভুম। এরা সকলেই প্রাইমারী শিক্ষক। এদেরও জাল সার্টিফিকেটের অভিযোগে চাকরী থেকে বাতিল করা হয়েছে। তাদের নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি হলেও রঘুনাথগঞ্জ থানার আই. সি এখন পর্যন্ত ঐ ন'জন প্রাইমারী শিক্ষককে গ্রেফতার করতে পারেননি। শুধুমাত্র বিদ্যুৎ কর্মী বৃন্দাবন সাহাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আই সির অসাধুতার অভিযোগ এনে বাকীদের গ্রেফতারের দাবী জানানো হয়েছে। সম্পাদক অজিত হালদার আরও জানান, মুর্শিদাবাদ জেলায় এখন পর্যন্ত ১২৫০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। তার মধ্যে জঙ্গিপুর মহকুমার ১১২ জন। রাজ্য সরকার এর দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য একটি কমিটি গঠন করেছেন। শীঘ্রই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে জোরদার তদন্ত শুরু হবে। অজিতবাবু মহকুমা শাসক পি. মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর কাজের প্রশংসাও করেন।

সুভাষ দ্বীপে মানুষের ঢল

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ফার্স্ট জানুয়ারী '০৮ রঘুনাথগঞ্জ সুভাষ দ্বীপ মানুষের ভিড়ে কয়েক বছর আগেকার রূপ নেয়। এখানে মোট ২১৩টি পার্টি পিকনিক করেন। জনসমাগম হয় ৬, ২৫৫। ঝাড়খন্ডের দুমকা, পশ্চিম দিনাজপুরের বালুরঘাট, উঃ ২৪ পরগণার বারাসত ছাড়াও জেলার ভগবানগোলা, জিয়াগঞ্জ ইত্যাদি এলাকা থেকে প্রচুর গাড়ী আসে এখানে। ভাগীরথীর তীরে গাড়ীর জায়গা সংকুলান হয়ে পড়ে। সুভাষ দ্বীপের শান্তি শৃঙ্খলা কোন রূপ বিঘ্নিত হয়নি বলে দাবী করেন দ্বীপের বর্তমান কর্ণধার শান্তনু বসু।

ছিঁচকে চোরের উপদ্রব (১ম পৃষ্ঠার পর)

মোটর সাইকেল দাঁড় করিয়ে উল্লাস দেখানোয় সাধারণের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। জঙ্গিপুর ফাঁড়ির পুলিশ গাড়ী নিয়ে হুটহাট ঘুরে বেড়ালেও এসব দিকে চোখ দেয় না। অন্যদিকে জনৈক হোমগার্ড রবিদাসও মদের ঠেক বা জুয়োর আড্ডা থেকে পয়সা আদায় করে যাচ্ছে নিয়মিত।

সাগরদীঘি থারমালে (১ম পৃষ্ঠায় পর)

সভাপতিত্ব করেন সাগরদীঘি বিদ্যুৎ প্রকল্পের জেনারেল ম্যানেজার অহিভুষণ দাস। এম. ডি. এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য নিয়ে বলেন—কর্মীদের মধ্যে একঘেয়েমি কাটানোর উদ্দেশ্যেই এই ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। প্রথম দিন মনোজ মিত্রের উপস্থিতিতে নাটক মঞ্চস্থ হয়। বাকী দু' দিন মুম্বাই ও কোলকাতার নামী শিল্পীদের নিয়ে বিচিত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। তিন দিনের সঞ্চালক পলাশ চক্রবর্তীর বাচনভঙ্গী অনুষ্ঠানের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। প্রোজেক্ট ক্লাবের সম্পাদক শুভঙ্কর ভট্টাচার্য্য অনুষ্ঠানে তাঁদের কিছু ত্রুটির কথা উল্লেখ করে ভবিষ্যতে সে সব সংশোধনের আশ্বাস দেন।

আমাদের প্রচুর ষ্টক—
তাই মাঘ-ফাল্গুনের বিয়ের কার্ড
পছন্দ করে নিতে হলে সরাসরি
চলে আসুন।
নিউ
কার্ডস ফেয়ার
(দাদাঠাকুর প্রেস)
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন ঃ ২৬৬২২৮)

যে কোন উৎসব অনুষ্ঠানে একটিই নাম—হলদিরাম
কল্পতরু
বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি ও ভুজিয়া সরবরাহকারক
রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি মোড়, মুর্শিদাবাদ
ফোন ঃ ৯২৩২৫৩৫৯৯৬ (দোকান) মোবাইল ঃ ৯৪৩৩৬১০৪৬২

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।